২৩-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – যখন নির্মল চারাগাছের ওপরে ৫ বিকারের ময়লা আস্তরণ পড়ে, তখন থেকেই ভ্রষ্টাচার (দুর্নীতি) বৃদ্ধি পায়। তোমাদেরকে এখন শ্রেষ্ঠাচারী হতে হবে এবং অন্যকেও বানাতে হবে।"

প্রশ্ন:- শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য শ্রী শ্রী শিববাবার কাছ থেকে কোন্ মত পাওয়া যাচ্ছে?

"উত্তর:- শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য বাবার শ্রীমৎ হল - বাচ্চারা, কমপক্ষে ৮ ঘন্টা আমার সার্ভিসে থাকো, ৮ ঘন্টা না হয় ওই গভর্নমেন্টের সার্ভিস কর, কিন্তু ৮ ঘন্টা আমাকে স্মরণ কর অথবা স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাও। তার সাথে শঙ্খধ্বনি করে সবাইকে বলো যে ঘর-গৃহস্থে থেকেও কমল ফুলের মতো থেকে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নাও"

গীত:- এইসব খেলা কে রচনা করেছেন...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গান শুনল। বাচ্চারা আগে সত্যযুগে অনেক সুখ ভোগ করত, খুব আনন্দে (মস্তিতে) ছিল। কেবল খুশি আর খুশি ছিল। তখন কেবল ভারতভূমি-ই ছিল, অন্য কোনো ভূমি ছিল না। যেমন রাজা-রানী, সেইরকম তাদের প্রজা - সকল ভারতবাসী-ই খুব খুশি এবং মস্তিতে ছিল। সেখানে কোনো ভ্রষ্টাচার ছিল না। সত্যযুগে দেবী দেবতারা শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, তাদের মহিমার অনেক গায়ন রয়েছে। সেখানে রাজা-রানী এবং প্রজা সকলেই মহিমাযোগ্য ছিল। তারপর মায়া এসে তাদেরকে জাপটে ধরে। নাটকের এই দৃশ্যটা তো পূর্ব-নির্মিত, একে ভালো ভাবে বুঝতে হবে। বাবা ছাড়া অন্য কেউ এটা বোঝাতে পারবে না। বাবা-ই ভারত এবং বিশ্বকে সদাকালের জন্য সুখী, শান্তিময় বানান এবং সবকিছু করার পরে নিজে গুপ্ত হয়ে যান। এটা কার মহিমা? পরমপিতা পরমাত্মার। ভারতে যখন স্বর্গ ছিল তখন দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিল। সেটা ছিল সতোপ্রধান দুনিয়া, দুঃখের নাম-নিশানাও ছিল না। তারপর অর্ধেককল্প পরে রাবণের রাজত্ব শুরু হয়েছে। সত্যযুগের দেবী দেবতাদের জন্য গায়ন আছে - সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মর্যাদা পুরুষোত্তম। ওখানে তো কখনো ভ্রষ্টাচার থাকবে না। ওখানে সবাই শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। যে চারাগাছ নির্মল ছিল, তার ওপরে ৫ বিকারের ময়লা জমার ফলে ক্রমশ ভ্রষ্টাচারী হতে হতে এখন একেবারে ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। যে রাজা-রানী এবং প্রজারা শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, তারাই এখন ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। গান করে - আমার মতো গুণহীনের মধ্যে কোনো গুণ নেই। হে গড ফাদার, তুমিই কৃপা কর - এইভাবে প্রার্থনা করে। দেবী দেবতাদের সামনে গিয়ে বলে - আমাকেও এইরকম বানাও। ওরা তো ড্রামাকে জানে না যে দেবী দেবতারা আবার কবে এইরকম হবে। অতএব তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী ছিলে, ভ্রষ্টাচারের নাম পর্যন্ত ছিল না। এখন তো সকল মানুষ-ই ভ্রষ্ট (অসাধু) হয়ে গেছে। যেমন রাজা-রানী, সেইরকম তাদের প্রজা। তাহলে ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী কিভাবে হওয়া যাবে? - এর উত্তর কেউই জানে না। এই দুনিয়াটাই হল পতিত। তাই ভ্রষ্টাচার তো হবেই। বাবা এখন বলছেন - যা কিছু তুমি বুঝেছ, সেটা অন্যকেও বোঝাও।

বাবার মহিমার গায়ন আছে - নিজে নিজে সবকিছু করে, নিজেকে নিজেই গুপ্ত করেছ। নিরাকার ভগবানকে তো আসতেই হবে। শিব জয়ন্তী পালন করে। তিনি কিভাবে আসেন সেটা তোমরা

বাচ্চারা এখন জানো। শিববাবা হলেন পতিত পাবন। তাঁকে সেই সময়েই আসতে হয় যখন সমগ্র দুনিয়া পতিত হয়ে যায়। তিনি এসে পবিত্র বানান। দুই-চারজনকে তো পবিত্র বানাবেন না। রাজা-রানীর মতো প্রজারাও পবিত্র ছিল। বর্তমানে তো রাজা-রানীও পতিত এবং তাদের প্রজারাও পতিত। এখন তো রাজা-রানী নেই। আগে অনেক রাজা ছিল, তবে এখন তাদের রাজত্ব আর নেই। যখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ছিল তখন ধনবান ব্যক্তি এবং জমিদাররা অনেক সম্পদ দিত। যদি কেউ ২০-৩০ হাজার দিত, তাহলে সে টাইটেল (উপাধি) পেয়ে যেত। বাবার তো অভিজ্ঞতা আছে। শিববাবাও অভিজ্ঞ রথ নিয়েছেন। যেমন-তেমন রথ তো নেবেন না। বড় বড় রাজারা খুব ফার্স্টক্লাস ঘোড়া রাখে। জানোয়ারদের মধ্যেও কোনো কোনোটা খুব ভালো হয়। যেমন উট খুব ভালো প্রাণী। বসলে মনে হয় যেন এরোপ্লেন যাচ্ছে। কোনো কোনোটা আবার এমন হয় যে অনেক চাবুক মারতে হয়। ৫ হাজার বছর আগে এই ভারত-ই স্বর্গ ছিল। এটা তো প্রসিদ্ধ। খ্রিস্টানরাও বলে যে যীশুখ্রিস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর আগে স্বর্গ ছিল। সুতরাং কল্পের আয়ু হল ৫ হাজার বছর। নিজেরাই কল্পের আয়ু বলে, আবার নিজেরাই সত্যযুগকে লক্ষ বছর বলে দেয়। বাবা যেসব পয়েন্টস্ বলেন সেইগুলো ধারণ করে অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। কিন্তু বোঝায় না। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনে গেছ যে আমরা শ্রেষ্ঠাচারী ছিলাম। রাজা-রানীদের মতো তাদের প্রজারাও শ্রেষ্ঠ ছিল। বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। ওখানে কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশ্যপ ইত্যাদি কেউই ছিল না। হিরণ্যকশ্যপ ইত্যাদিকে সত্যযুগে এবং কৃষ্ণকে দ্বাপরযুগে নিয়ে গেছে। রাবণকে ত্রেতাযুগে নিয়ে গেছে। সকল অসুরের পৃথক পৃথক নাম দিয়েছে। কুম্ভকর্ণ ইত্যাদি সবই হল অসুরের নাম। এখন সবাই আসুরিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ আসুরিক মত অনুসারে পরিচালিত হয়। এখন বাবা এসে শ্রীমৎ দিচ্ছেন। কৃষ্ণের কোনো ব্যাপার নেই। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ। এরপর তোমরা দেবতা হবে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখ কমলের দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম স্থাপন করেন। ওখানে অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না। সত্য এবং ত্রেতাযুগে তো অন্য কোনো ধর্ম স্থাপন হয়নি। দুই যুগের আয়ু প্রায় একইরকম - ১২৫০ বছর। সত্যযুগে ছিল দৈবী রাজ্য, ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় রাজ্য... সূর্যবংশ এবং চন্দ্রবংশ। সেই সূর্যবংশ এবং চন্দ্রবংশ কে স্থাপন করেছিল? এইরকম কি বলা যাবে যে রাম চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন করেছিল এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ সূর্যবংশী রাজধানী স্থাপন করেছিল? না, এই দুটোই পরমপিতা পরমাত্মা স্থাপন করেন। বাবা-ই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। সত্য এবং ত্রেতাযুগের রাজত্ব স্থাপন করেন। এইরকম গায়নও আছে যে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখ কমলের দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম স্থাপন করেন। বাবা বলেন - এখন তোমাদেরকে যে জ্ঞান শোনাচ্ছি সেটা এরপর প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। যারা ইসলাম, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্ম স্থাপন করেছে, তাদের নাম-রূপ-দেশ-কাল ইত্যাদি কেউই ভুলে যায় না। ওদেরকে তো সবাই জানে। কিন্তু আমি কিভাবে এই দেবতা ধর্ম স্থাপন করি সেটা সবাই ভুলে যাবে। এরপর দ্বাপরযুগে আবার কত ধর্ম স্থাপন হবে। কেবল ইসলাম এবং বৌদ্ধ ধর্মেই কত শাখা হয়ে গেছে। তারা নিজেদের মধ্যে কেবল লড়াই করে। তোমরা এখন জেনেছ যে বাবা কিভাবে সবকিছু করার পর নিজেকে গুপ্ত করে নেন। স্বর্গে যারা দেবী দেবতা ছিল, তাদেরকে এরপর মায়া এসে জাপটে ধরে। তারা এখন সম্পূর্ণ গুণহীন হয়ে গেছে। গায়ন করে - আমার মতো গুনহীনের মধ্যে কোনো গুণ নেই। সেইজন্য গুণবান দেবতাদের পূজা করে। বড় বড় রাজাদের অন্দরমহলে মন্দির থাকে। পূজা করে। এমন কোনো রাজা নেই যার কাছে কোনো মন্দির নেই। এখন বাচ্চারা জেনে গেছে যে শিববাবার মত অনুসারে চলতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমৎ নিতে হবে। তাহলেই আমরা দেবী দেবতা হব। কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে চলে না। বাবা বলেন, কোনো বিষয়ে কোনোরূপ সংশয় উৎপন্ন হলে চিঠি লিখে জিজ্ঞেস কর। বাবাকে স্মরণ কর।

মায়া এমন যে স্বর্গের রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে দেয় না। বাবা জানেন যে অনেক তুফান আসবে। কিন্তু চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করা উচিৎ যে এই পরিস্থিতিতে কি করণীয়? সন্তানের বিয়ে - এই পরিস্থিতিতে কি করব? কেউ হয়তো মারা গেছে - আমার কি করণীয়? মতামত নেওয়া উচিৎ। শ্রেষ্ঠ হতে হলে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। কৃষ্ণের মতামত তো হতে পারে না। কৃষ্ণ কিভাবে পতিত দুনিয়াতে আসবে? কৃষ্ণের আত্মা তো নিজেই এখন অন্তিম জন্মে রাজযোগ শিখছে। শুধু কি কৃষ্ণের আত্মা শিখছে? যারাই দেবী দেবতা ঘরানার আত্মা, তারা সবাই ব্রাহ্মণ হয়েছে। প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবা বলেন, যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ কর। তোমাদের ওপরে অনেক পাপের বোঝা আছে। হয়তো কেউ গভর্নমেন্ট সার্ভিস করে। ৮ ঘন্টা গভর্নমেন্ট সার্ভিস করতে হয়। বাকি যতটা সময় আছে, সেই সময়ে স্মরণ কর। কমপক্ষে ৮ ঘন্টা তুমি আমার সেবা কর, বাবাকে স্মরণ কর, স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাও, শঙ্খধ্বনি কর। কোন্ শঙ্খধ্বনি? সবাইকে বল - ঘর-গৃহস্থে থেকেও কমল ফুলের মতো থেকে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নাও। যেহেতু বাবা স্বর্গ রচনা করেন, তাই স্বর্গের উত্তরাধিকার তো পাওয়া উচিৎ। এই ভারতই স্বর্গের মালিক হয়। এখন তো নরকের মালিক। নরকে দুঃখ পেলেই বাবাকে স্মরণ করে, কিন্তু এটাই জানে না যে বাবা কি দেবেন। বাবার উদ্দেশ্যে বলে যে তিনি হলেন সর্বব্যাপী, নুড়ি-পাথর সবকিছুতেই তিনি আছেন। বাবা বলেন - তোমরা কত ভুল করেছ। কিন্তু এটাও ড্রামাতেই আছে। এখন সেই ভুল থেকে বেরিয়ে এসো। এইসব ভক্তি করতে করতে তোমরা ক্লান্ত হয়ে গেছ। ভক্তিও এখন ব্যভিচারী (বহুমুখী) হয়ে গেছে। মৃত্যু এখন অতি নিকটে, তাই শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। কিন্তু বাচ্চারা এইরকম বাবাকেই ভুলে যায়। কিভাবে মায়ারূপী রাবণ রাজত্ব করে সেটাও কেউ জানে না। রাবণের কুশ পুতুল পোড়ায়। পরবর্তীকালে এইরকম রীতি চালু হয়েছে। রাবণকে জ্বালালেও প্রতি বছরই রাবণ আরও বড় হচ্ছে। আগে ১০ ফুট লম্বা বানাত, তারপর ১৫ ফুটের বানাত, তারপর ৫০ ফুট... একদম ছাদের সমান উঁচু বানায়। বুদ্ধেরও অনেক বড় চিত্র বানায়। এত বড় মানুষ তো হয়না। মানুষ তো খুব বেশি হলে ৬ ফুট লম্বা হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণও এইরকমই হবে। এমন নয় যে সেখানে আয়ু বড় হবে বলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে। না, মানুষ মানুষের মতোই হবে। এখন যেমন অনেক রকমের মানুষ দেখা যায়। কেউ কালো, কেউ কেমন...। ভারতে সবাই সুন্দর ছিল, এখন শ্যাম হয়ে গেছে। বাবা-ই সুন্দর বানান। তিনি হলেন অতি সুন্দর যাত্রী। তিনি তোমাদের সাথে কথা বলছেন। তাঁকে ভুলে গেলে চলবে না। একে (সাকারকে) না হয় ভুলে যাও। সর্বদা মনে কর যে বাবা আমাদের মতো প্রিয়তমাদের সুন্দর রাজকন্যার মতো বানাচ্ছেন। বলা হয় যে একটা জলাশয় আছে যেখানে ডুব দিলে মানুষ পরী হয়ে যায়। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আমরা জ্ঞানের সাগরের দ্বারা জ্ঞানের পরী হচ্ছি। এখন তো নরকের পরী আছ, তাই না? কেউ যতই ফ্যাশন করুক, পাউডার ইত্যাদি মাখুক, কিন্তু আসলে তো সে নরকেই আছে, তাই না? কাউকে যদি প্রশ্ন কর যে এটা স্বর্গ না নরক, তাহলে উত্তর দেবে - ধনীদের জন্য এটা স্বর্গ। স্বর্গ আর নরককে তো জানেই না। তাই শ্রীমতের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। শ্রীমৎকেও জানে না। যিনি এত শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন তাঁর নাম-রূপকেই আড়াল করে দিয়েছে। গায়ন করে - তুমি আমার মাতা পিতা, আমরা তোমার বালক...। এখানে মাতা কাকে বলা হয় সেটা তোমরা জানো। নিশ্চয়ই যার মধ্যে বাবা প্রবেশ করে নুতনের রচনা করেন, তাকেই মাতা বলা হবে। এখানে তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী, শিববাবার নাতি-নাতনি। তাই বাবারও নাম আছে। মাঝখানে দালালরূপী বাবাকে থাকতেই হবে যার মাধ্যমে নাতি-নাতনিরা ঠাকুরদাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেবে। ইনি তো হলেন দালাল, তাই এঁনার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে না।

এনাকেও তো শিববাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার নিতে হবে। তাই শিববাবার মত অনুসারে চলতে হবে। তোমরা ব্রহ্মার মাধ্যমে শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাও। কিন্তু বাবা বলছেন, তোমরা এনাকেও ভুলে যাও। তোমাদেরকে শিববাবার কাছ থেকে মত নিতে হবে। হয়তো শিব জয়ন্তী পালন করে, কিন্তু সেটা সম্মন্ধে কিছুই জানে না। স্বর্গের রচয়িতা বাবার স্মৃতিচিহ্নকেই আড়াল করে দিয়েছে। যারা নরক বানিয়েছে, তাদের স্মৃতিচিহ্ন তৈরি করেছে। দিনে দিনে ভ্রষ্টাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারোর মধ্যে যদি ক্রোধ আসে তাহলে বুঝতে হবে যে আমার মধ্যে এই ভূতটা আছে। সেক্ষেত্রে আমি নিজেকে শ্রেষ্ঠাচারী কিভাবে বলব? তোমাদেরকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার স্মরণ এবং জ্ঞানের সাগরের জ্ঞানের দ্বারা সুন্দর পরী হতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে শিববাবার মতামত অবশ্যই নিতে হবে।

২) শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার জন্য অন্তর থেকে সমস্ত ভূতকে বার করে দিতে হবে। ভ্রষ্ট (অসাধু) বানাতে পারে এমন কোনো কর্ম করা উচিত নয়।

বরদান:- 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' অবস্থা দ্বারা মাস্টার দাতা হওয়ার যোগ্য তুমি জ্ঞানী আত্মা হও।

যে জ্ঞানী আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধিমান, সে না চাইতেই সবকিছু পেয়ে যায়। চাওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। যখন সর্বপ্রাপ্তি স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যায়, তখন কোনো কিছু চাওয়ার সঙ্কল্পও আসে না। এইরকম বাচ্চারা 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' হয়ে যায়। এইরকম জ্ঞানী আত্মারা চাওয়ার পরিবর্তে দাতার সন্তান মাস্টার দাতা হয়ে যায়। তাদের চাওয়া সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এত উঁচু স্বমান প্রাপ্ত হয় যে নাম-মান-খ্যাতির ইচ্ছা পর্যন্ত থাকে না।

স্লোগান:- যে নিজের মন, বুদ্ধি এবং সংস্কারের ওপরে সম্পূর্ণ রাজত্ব করে, সে-ই হল স্বরাজ্য অধিকারী।